সংবাদ

তারিখ ... 28 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

পিআরএসপিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাচ্ছে শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

● ১৮ খাতে ৩ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা

রুকনুজ্জামান অঞ্জন

সংশোধিত ২য় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (খসড়া পিআরএসপি) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণায়, এরপর ২য় সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাচ্ছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ অবকাঠামো খাত। সম্মিলিতভাবে এ দুটি খাতে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা। এটি সংশোধিত ২য় পিআরএসপির জন্য ধার্যকৃত মোট ব্যয়ের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। সংশোধিত পিআরএসপি বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৮টি খাতে ৩ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত এ অর্থ ব্যয় করা হবে।

পরিকল্পনা কমিশন জানায়, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে খসড়া পিআরএসপিতে এসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের রূপকল্প হিসেবে সংশোধিত পিআরএসপিতে মোট ১৮টি খাত সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় এবং এর পরই রয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ অবকাঠামো খাত। এর মধ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা খাতে প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৫৮ হাজার ২৩০ কোটি টাকা, যা মোট পিআরএসপির প্রায় ১৯ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ অবকাঠামো খাত উন্নয়নের জন্য প্রাক্কলন করা হয়েছে প্রায় ৫৫ হাজার কোটি টাকা, যা মোট পিআরএসপি ব্যয়ের প্রায় ১৮ শতাংশ। এছাড়া অন্য খাতগুলোর মধ্যে ব্যয়ের দিক দিয়ে ৩য় স্থানে রয়েছে সুশাসন ও সরকারি সেবা, যাতে প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা; ৪র্থ স্থানে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২৬ হাজার ৫৭৮ কোটি টাকা; ৫ম স্থানে কৃষি খাতে প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা; ৬ষ্ঠ স্থানে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা পরিকল্পনায় ২০ হাজার ৭৯৪ কোটি টাকা এবং ৭ম স্থানে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং নগর সেবা খাতে ১৬ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে করা ২য় পিআরএসপিতেও শিক্ষা ও অবকাঠামো খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। তবে সংশোধিত পিআরএসপিতে শিক্ষা খাতে প্রায় ৩শ' কোটি টাকা এবং অবকাঠামো খাতে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় বেশি প্রাক্কলন করেছে বর্তমান সরকার। এর আগে ২০০৮ সালে করা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পিআরএসপিতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা খাতে ৫৭ হাজার ৯৩৪ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে ৫৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা

সর্বোচ্চ : পৃ: ২ ক: ১

সর্বোচ্চ : পিআরএসপিতে

হয়েছিল।

দাতাদের পরামর্শে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে করা ১ম পিআরএসপির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে ২০০৮ সালের জুন মাসে। ২০০৫ সালে বিগত চারদলীয় জোট সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাদ দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে প্রথম পিআরএসপি প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন ধরনের আলোচনা ছাড়াই ২০০৮ থেকে ২০১১ সালের জন্য ৩ বছর মেয়াদে ২য় পিআরএসপি অনুমোদন করে যায়। ২য় পিআরএসপি বাস্তবায়নের জন্য মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২ লাখ ৫৭ হাজার কোটি টাকা, যা সর্বশেষ ৩ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২য় পিআরএসপি সংশোধন করায় বর্তমান পিআরএসপি বাস্তবায়নে প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক টাকা বেশি লাগবে।

সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের রূপকল্প হিসেবে আবারও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে যার বাস্তবায়ন শুরু হবে। তবে এর আগে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রণীত ২য় পিআরএসপি সংশোধন করে উন্নয়নের রূপরেখা বাস্তবায়নে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাইছে সরকার। এরই আলোকে ১৫ সেপ্টেম্বর আলোচনার জন্য জাতীয় সংসদে সংশোধিত ২য় পিআরএসপির খসড়া উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ২৪ সেপ্টেম্বর সংশোধিত পিআরএসপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তার জন্য এর খসড়া উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থাগুলোর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। সরকার চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সংশোধিত ২য় পিআরএসপি চূড়ান্ত করতে চাইছে।

সংশোধিত পিআরএসপিতে অন্য খাতগুলোর মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তায় ১৫ হাজার ১৩৬ কোটি টাকা; জলবায়ু পরিবর্তনে ১২ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা; ক্ষুদ্রঋণে ১১ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা; তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ৫ হাজার ৭২ কোটি টাকা; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ৯১৯ কোটি টাকা; নারী অধিকার ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা; শিশু অধিকার রক্ষায় ৪৬ কোটি টাকা; অক্ষম, প্রতিবন্ধী ও অতিদরিদ্রদের জন্য ১ হাজার ২৬৫ কোটি টাকা; পল্লী অ-খামার কার্যক্রমে ১ হাজার কোটি টাকা; সামষ্টিক অর্থনীতি ও দরিদ্র-বান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনে ৩ হাজার ১৪৩ কোটি টাকা; সম্পদের গুণগত মান উন্নয়নে ৩ হাজার কোটি টাকা; পানিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ২৫০ কোটি টাকা; ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই খাত) উন্নয়নে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা; কর্মসংস্থান বাড়াতে ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা; বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা; ভূমি নীতি ও ব্যবস্থাপনায় ৩৭৮ কোটি টাকা; গৃহায়ণ খাতে ৮ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে।